যুগান্তর

তারিখ ... ... SEP 21 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রামে ছাত্রদলের তিন গ্রুপের শো-ডাউন
যশোরে সংঘর্ষ : ফেনীতে বিতণ্ডা

যুগান্তর ডেস্ক

গতকাল কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের প্রতিনিধি দলের সাংগঠনিক সফরকালে চট্টগ্রামে তিন গ্রুপ ব্যাপক শো-ডাউন প্রদর্শন করেছে। সহিংসতার আশংকায় চট্টগ্রামে পুলিশ মোতায়েন করতে হয়। ফেনীতে ছাত্রদলের রুদ্ধদার বৈঠকে একে অপরকে দোষারোপ করে বাকবিতণ্ডা হয়েছে। পুরনো কমিটি ভেঙে দেয়ার দাবি জানানো হয় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে। যশোরে বৈঠককালে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। জামালপুরে দুটি কর্মিসভা করতে হয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সম্মেলন সম্পন্ন করার আগে সারাদেশে জেলা ও জেলার মর্যাদাসম্পন্ন

ছাত্রদল : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৪

রহমান নিজামী

ছাত্রদল : ফেনীতে বিতণ্ডা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন ইউনিটে কমিটি গঠন করার জন্য যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তারই অংশ হিসাবে বর্তমানে ছাত্রদলের ছয়টি প্রতিনিধি দল সারাদেশে সফর করে সাংগঠনিক রিপোর্ট সংগ্রহ করছে। আগামী একমাসের মধ্যে চট্টগ্রামের বিভিন্ন ইউনিটে ছাত্রদলের সম্মেলন হতে পারে উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় নেতারা সাংবাদিকদের জানান, ঢাকা থেকে এ তারিখ ঘোষণা করা হবে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান :

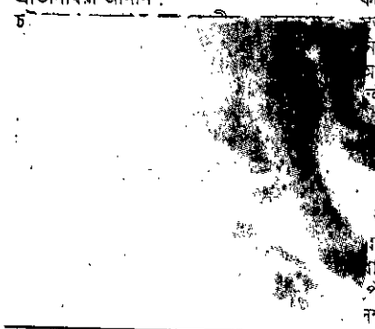

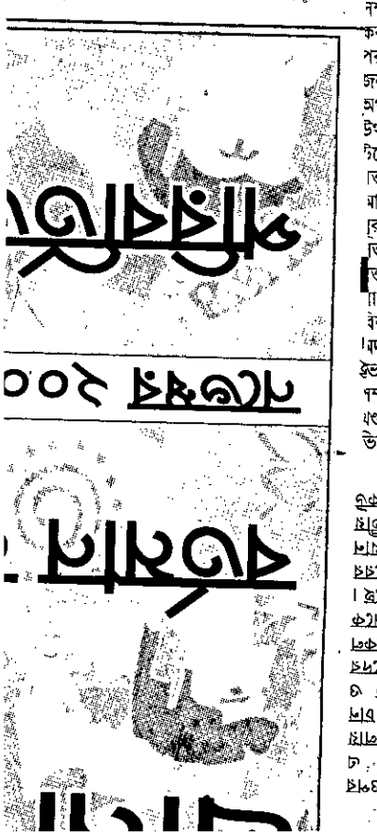

চ

ফেনী : ফেনী জেলা ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সফর উপলক্ষে আয়োজিত রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বক্তারা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও অদক্ষতার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পুরনো কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠনের আবেদন জানান। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ফেনী কমিউনিটি সেন্টারে রুদ্ধদ্বার সভা চলে। এ সময় কয়েক দফা চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

সভায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ফেনী থেকে নির্বাচিত বিএনপি দলীয় এমপি জয়নাল আবেদিন ভিপি, ছাত্রদল নেতা বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য ইলিয়াছ আলী, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মনির সেন, মহানগর উত্তর শাখার সম্পাদক ন-অর-রশিদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। লা ছাত্রদল সভাপতি ইয়াকুব নবী সভায় ভাপতিত্ব করেন :

কাল সাড়ে ৫টায় রুদ্ধদ্বার সভা শুরুর াক্কালে নেতৃবৃন্দ জেলা, থানা, শহর, পৌর ও কলেজ কমিটির সভাপতি-সম্পাদক ছাড়া বাকিদের সভাস্থল ত্যাগ করার অনুরোধ করেন। সভা শুরু হওয়ার পর একে একে স্থানীয় নেতাদের প্রায় ৪০ জন বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সময় একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে অভিযোগ উত্থাপন করার সময় থেকে থেকে উত্তেজনার সৃষ্টি ও বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।

ক্তাদের মধ্যে শহর ছাত্রদল সভাপতি মামান উদ্দিন সাব্বির, সদর থানা সভাপতি র হোসেন সেলিম, ফুলগাজী থানা ভাপতি সাইফুল ইসলামসহ অধিকাংশ ক্তা জেলা সভাপতি ইয়াকুব নবী ও াধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান মাসুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও অদক্ষতার অভিযোগ তুলে অবিলম্বে কমিটি ভেঙে দেয়ার দাবি জানান। সভাপতি ও সম্পাদক অভিযোগকারীদের অভিযোগ খণ্ডন করে এসব অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেন। এ সময়